দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 21 SEP 1996 ...
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩ ...

বইয়ের প্রাণ

মুমিনা দেয়াসিনী

যদি বলি বইয়ের প্রাণ আছে, তবে খুবই অবাক লাগবে--তাই না? কিন্তু আসলেই এটি সত্যি, বইয়ের প্রাণ আছে। জন্ম-বৃত্তান্ত আছে। এই জন্ম-বৃত্তান্তকে ঘিরে বইয়ের জন্মোৎসব হয়।

হয়ত মনে হতে পারে, বইয়ের আবার জন্ম-বৃত্তান্ত কি? বই কি কথা বলতে পারে? বইয়ের কি জন্মদিন আছে? হ্যাঁ, আছে। বইয়েরও জন্মদিন আছে। তবে এ যেন ঠিক একটি শিশুর জন্মের মতো। শিশুর জন্মের সূচনালগ্ন থেকে যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মাধ্যমে একটার পর একটা প্রস্তুতিপর্ব শেষে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ডেকে নাম রাখা অনুষ্ঠান অর্থাৎ আকিকা দেয়ার মধ্য দিয়ে শিশুর জন্মের আনন্দ সংবাদটি সবাইকে জানানো হয়-- তেমনি লেখক যেদিন তাঁর মনের কথার বহির্প্রকাশ ঘটান বা লিপিবদ্ধ করেন, সেদিনটিই হয় বইয়ের জন্মদিন। তবে বইয়ের চিত্রায়িত বা লিপিবদ্ধ এই অবস্থাকে পাণ্ডুলিপি বলে। পাণ্ডুলিপি হচ্ছে, মনের কথাগুলোর যে চিত্রায়ণ তারই নাম। পাণ্ডুলিপি আক্ষরিক হতে পারে, চিত্রাঙ্কিতও হতে পারে। ডিস্ক, ফনোডিস্ক, টেপ, টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যবহারিক বহির্প্রকাশই হচ্ছে পাণ্ডুলিপি। পাণ্ডুলিপি তৈরির পর এই পাণ্ডুলিপিকে বইয়ের রূপ দিতে চলে একের পর এক কর্মধারা। লেখক তাঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে জমা দেন। প্রকাশক ছাপার কাজ শুরু করলে অনেক সময় লেখক নিজে প্রুফ দেখে দেন। কখনবা প্রুফ দেখার কাজটি বিশেষ কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়া হয়। প্রুফ দেখা হচ্ছে--বই ছাপানোর কাজ শুরু হওয়ার পূর্বে প্রেস থেকে প্রথম দিকে মুদ্রণের প্রারম্ভিক পত্রে কিছু ত্রুটি থেকে যায়। যেমন, বানান ভুল হয়। অক্ষর ভুল হয়। শব্দ ভুল হয়। এগুলো সংশোধন করে দেয়াকেই প্রুফ দেখা বলে। প্রুফ দেখার পর ছাপার কাজ শুরু হয়। ছাপার কাজ শেষ হলে সেলাই, বাঁধাই হয়ে ঝকমকে মলাটে সুসজ্জিত হয়ে তবেই বই বাজারে আসে। বই প্রকাশ করতে লেখক এবং প্রকাশক ছাড়াও অনেক মানুষ বিভিন্ন কাজে শ্রম দেন। তবেই একটি বই জন্মলাভ করে। এ কারণে, শিশুর জন্ম স্থানটিকে যেমন সূতিকাগার বলে, তেমনি বইয়ের প্রস্তুতি পর্বের কাজ যেখানে সমাধান করা হয় সে স্থানকে বইয়ের সূতিকাগার বা বইয়ের জন্মস্থান বলা যায়।

নিশ্চয়ই তোমরা কখনও কখনও বড়দের কাছে শুনতে পাও বা খবরের কাগজে বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের খবর পড়ে থাক। এটিই হলো বইয়ের জন্মোৎসব। একটি বই প্রকাশিত হবার বা বাজারে বের হবার যে উৎসব, তাকেই প্রকাশনা উৎসব বা বইয়ের আকিকা অনুষ্ঠান বলা যায়।

বিখ্যাত মানুষদের জন্মোৎসবে যেমন তাঁদের জীবনের বিভিন্ন দিক বা বিভিন্ন গুণাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাঁদের জন্মকে সার্থক বলে শ্রদ্ধা জানানো হয়, তাঁদের দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়, তেমনি বইয়ের জন্মোৎসবের দিন অর্থাৎ প্রকাশনা উৎসবের দিনে প্রকাশিত বইটির বিষয়, গুণাগুণ, প্রয়োজনীয়তা, লেখার কৌশল ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বইটির ভাল-মন্দ, আলোচনা-সমালোচনা ও মূল্যায়ন শেষে এর সাফল্য কামনা করা হয়।

তোমাদের মনে এতোক্ষণে হয়তো আগ্রহ জেগেছে, বইয়ের জন্ম-বৃত্তান্ত জানতে তাহলে শোন--একটি বই হাতে নিয়ে তোমরা যখন পাতা ওল্টাও তখন দেখবে, একটি সাদা পাতার পর শুধু বইয়ের নাম আছে। এ পাতাটিকে 'টাইটেল' পাতা বলে। তারপরের যে পাতাটি আছে সেখানে প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে প্রথমে বইয়ের নাম এবং তারই নিচে লেখকের নাম থাকে। তবে অনেক সময় লেখকের নাম বইয়ের নামের ওপরেও থাকে। এই পৃষ্ঠায় লেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণও অনেক সময় দেয়া থাকে। আবার একাধিক লেখক হলে সে তালিকাও থাকে। তবে সাধারণত যোগ্যতার তালিকা পাঠ্য বিষয়ের বইয়ে বা তথ্যমূলক বইয়ে দেয়া থাকে। গল্প উপন্যাস, জীবনী বা ভ্রমণকাহিনী জাতীয় বইয়ে নাও থাকতে পারে। এই পৃষ্ঠার নিচের অংশে প্রকাশনা সংস্থার অর্থাৎ যে জায়গা থেকে বইটি প্রকাশিত হয়েছে--যাকে আমরা বইয়ের সূতিকাগার বলতে পারি, তার নাম থাকে। এই পাতারই অপর পৃষ্ঠায় বইটির সমস্ত বিবরণ দেয়া থাকে। এই বিবরণটিকেই আমরা বইয়ের জন্মবৃত্তান্ত বলতে পারি। প্রকাশনা উৎসব হয় এ পাতাটিকে ঘিরেই। বইয়ের এ পাতাটিই হলো--বইয়ের হৃদয়। এ জন্য লাইব্রেরি সায়েন্স বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পাতাটিকে বইয়ের প্রাণ পাতা বলে। একটি বইয়ের জন্য এ পাতাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ধর--যদি বইয়ের এ পাতাটি ছিঁড়ে যায়, তবে বইয়ের ওপরের মলাট থেকে বড়জোড় বইয়ের নাম ও লেখকের নাম জানতে পারবে, কিন্তু বইটি সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানতে পারবে না। যেমন বইটি কোথায় এবং কত সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিলো, কোন প্রকাশনা সংস্থা বইটি প্রকাশ করেছিল, বইটি কতবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল, স্বত্বাধিকারী কে, মূল্য কত, প্রচ্ছদ কে এঁকেছিলেন, (প্রচ্ছদ মানে কভারের ছবি) কিছুই আর জানা সম্ভব হয় না। তখন বইটি আমাদের কাছে নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। এ জন্য বইয়ের যত্ন করতে হয়। বই পড়তে যাওয়ার আগে শিখে নিতে হয়, কিভাবে বই ধরে পড়তে হবে।

বই কথা বলতে পারে না সত্যি, কিন্তু তারপরও বই আমাদের জ্ঞান দান করে, আমাদের সুন্দরভাবে বাঁচতে শেখায়। জগতের যা কিছু ভাল এবং মন্দ তা বুঝতে শেখায়। বইয়ের চেয়ে প্রয়োজনীয় এবং নিঃস্বার্থ বন্ধু হয় না। তাই বইকে বন্ধুর মতো ভালবাসতে হবে। তোমাদের জানতে হবে বই এবং বইপড়া সম্বন্ধে-- বইয়ের যত্ন সম্বন্ধে।